

# সবর

ইবনুল কায়েম আল-জাওযিয়া

≡ সমকালীন প্রকাশন

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।<sup>[১]</sup>

আজি মৃত পিতা কারো, আজই কারো মাতা—  
আজই কারো প্রিয় ভগ্নি, আজই কারো ভ্রাতা  
এই রূপ হাহাকারে, শূনি সদা এ সংসারে—  
মানব জীবনময় আঁধার কেবল।<sup>১</sup>

আত্ম ও পর-কেন্দ্রিক এই সমস্যা ও সংকটগুলি এতটাই মারাত্মক ও অপ্রতিরোধ্য যে, আমরা চাইলেও এগুলির প্রভাব এড়াতে পারি না। স্বেচ্ছায় বা অনন্যোপায় হয়ে আমাদেরকে এগুলো মানতেই হয়। তবে এই সমস্যা ও সংকট ফেইস করার ক্ষেত্রে মুমিন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। কবির মতো সাধারণ মানুষ পার্থিব জীবনের কষ্টের আঁধারে খেই হারিয়ে ফেলে। এই আঁধারকেই জীবনের শেষ মনে করে। এরপর হতাশ হয়ে পড়ে কিংবা স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে। ফলে সংকট ও সচ্ছলতায় তাদের জীবন ভারসাম্য হারিয়ে একপেশে হয়ে পড়ে। পার্থিব জীবনেই তাদের পাপ-পুণ্যের হিসেব চুকে যায়।

পক্ষান্তরে মুমিনগণ শোক ও সংকটের চরমতম মুহূর্তকে প্রভাতের উদীয়মান আলোক রশ্মি মনে করে। মুক্তি ও উত্তরণের শূভমুহূর্ত সমাসন্ন ভেবে আশায় বুক বেঁধে থাকে। কারণ, তাদের সামনে থাকে ‘ইন্না মাআল উসরি য়ুসরা’ অর্থাৎ, দুঃখের অব্যবহিত পরেই রয়েছে সুখ। তাই সংকটে পড়ে তারা ধৈর্য ধারণ করে। সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এভাবে তারা গতি ও ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করে। সংকট ও সচ্ছলতায় সবাই যেন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মিশেলে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে এবং ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধিতে জীবন ভরিয়ে রাখতে পারে—সেদিকে লক্ষ করেই বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিহিয়া রাহিমাহুল্লাহ উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বইটির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে *সবর* নামে বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, বইটি পাঠকের একাকিত্তের কষ্ট দূর করবে। রোগ-শোক ও দুঃখ-দুর্দশায় সাহস জেগাবে। সুখ ও সচ্ছলতায় প্ররোচিত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠা থেকে নিবৃত্ত রাখবে। সর্বোপরি, পাঠককে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের পাঠ দেবে।

**আকরাম হোসাইন**

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

[১] ডি. এল. রায়, সৈয়দ আলী আহসান কৃত কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, পৃ : ৩৪



## প্রারম্ভিকা

বস্তুত মহান আল্লাহ ধৈর্যকে মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি, মুক্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়েছেন। ফলে সে চরম সংকটেও দিক হারায় না। পরম আনন্দেও স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে না। বিরূপ পরিবেশ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিও তার সংকল্প টলাতে পারে না। এভাবে তার মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার চিন্তা, আচরণ ও সামগ্রিক কার্যকলাপে ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ধৈর্যই তখন তার অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়।

অধিকন্তু শাস্ত সত্যের ধারক মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের অপরিমিত প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে।<sup>[১]</sup>

সেই সঙ্গে তাদের এই নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন যে, তিনি সবসময় তাদের সঙ্গে থাকবেন। সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গে দেবেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ন্যায় ও কল্যাণের

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ১০

এ বইয়ের নামকরণ করেছি উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন। মহান আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একান্তই আপনার করে নেন। এর দ্বারা পাঠক, লেখক ও সর্বস্তরের মানুষকে উপকৃত করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা। আহ্বানে সাড়া দানকারী। আশা ও ভরসার একমাত্র অবলম্বন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওয়যিয়া





## সূচিপত্র

ধৈর্যের পরিচয়	১৯
ধৈর্যের প্রকারভেদ	২৩
ধৈর্যের বিবিধ স্তর	৩৩
প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় ধৈর্য	৩৫
হীন ও মহান ব্যক্তির ধৈর্য	৩৮
ধৈর্য বাড়ানোর উপায়	৪১
ধর্মীয় চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির উপায়	৪৫
ধৈর্য ও জীবনের সম্পর্ক	৫২
সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ধৈর্য	৫৮
ধৈর্য সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য	৬২
ধৈর্য সম্পর্কে সুন্নাহর ভাষ্য	৭৫
সাহাবীদের জীবন ও জ্বালিতে ধৈর্যের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য	৮৪
মরণাপন্ন ও মৃতের শোকে ক্রন্দনের বিধান	৮৮
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক	৯৩

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মান নির্ণয়	৯৭
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার দালিলিক সমন্বয়	১০৭
কৃতজ্ঞ ধনী ও ধৈর্যশীল গরিব : শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই	১১৮
সচ্ছলতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তাদের প্রমাণপঞ্জি	১৩৯
অধৈর্য ও তার প্রকাশভঙ্গি	১৫২
মহান আল্লাহর সাবুর ও শাকুর নাম ধারণ	১৫৫
উপসংহার	১৬০
লেখক পরিচিতি	১৬৫





প্রথম অধ্যায়

## ধৈর্যের পরিচয়

ধৈর্যের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘সবর’। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত রাখা বা আটকে রাখা। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি অবিচলতা, মনকে অস্থিরতা ও অতি উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগপ্রবণতা থেকে সংযত রাখা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও শোকাতুর সময়ে অজ্ঞা--প্রত্যাঞ্জা, কপাল ও বুক চাপড়ে বিলাপ করা থেকে রক্ষা করা—অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মনকে অস্থিরতা ও অতিউদ্বেগ থেকে বিরত রাখা—অর্থে ‘সবর’ শব্দের ব্যবহার :

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

আর তুমি বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।<sup>[১]</sup>

মনকে আবন্ধ রাখা অর্থে—‘সবর’ শব্দের ব্যবহার :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

[১] সূরা লুকমান, আয়াত : ১৭



আপনি তাদের সঙ্গে নিজে সঙ্গী রাখুন, যারা তাদের রবকে ডাকে।<sup>[১]</sup>

অবিচলতা অর্থে ‘সবর’ শব্দের ব্যবহার :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

আর আপনি আপনার রবের নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকুন। কারণ, আপনি আমার চোখের সামনেই আছেন। আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন।<sup>[২]</sup>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আর আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ করুন এবং আপনিও সালাতের ওপর অবিচল থাকুন।<sup>[৩]</sup>

ধৈর্যের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা অর্থে—‘সবর’ শব্দের ব্যবহার :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, এবং ধৈর্যের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা করো। পাহারায় সর্বদা তৎপর থাকো; আর আল্লাহকে ভয় করো—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।<sup>[৪]</sup>

[১] সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮

[২] সূরা তূর, আয়াত : ৪৮

[৩] সূরা ত-হা, আয়াত : ১৩২

[৪] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ২০০

## ধৈর্যের পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের অভিমত

ধৈর্য একটি উত্তম চারিত্রিক গুণ ও অনন্য মানবিক বৈশিষ্ট্য। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অসুন্দর ও অনভিপ্রেত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে; অধিকন্তু এটি একটি আত্মিক শক্তিও বটে। এই শক্তিবলে মানুষ আত্মিক ও বৈষয়িক বিষয়গুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ-কে ধৈর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

ধৈর্য হলো, অজ্ঞান বদনে কষ্ট সয়ে যাওয়া।

আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর পথে অবিচল থাকা এবং তার পক্ষ থেকে আগত বিপদকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করা।

আমর ইবনু উসমান রাহিমাহুল্লাহ-এর একথার অর্থ এই যে, একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি সানন্দে বিপদকে সাগত জানাবে। বিপদে পড়ে তার মনে কোনো রকমের অসুস্থি, বিরক্তি বা অভিযোগ থাকতে পারবে না।

বস্তুত, মানুষের মধ্যে সহজাত দু'টি শক্তি রয়েছে। এক. সম্মুখে ধাবিত হওয়ার শক্তি। দুই. নিবৃত্ত করার শক্তি। ধৈর্যের কাজ হলো সম্মুখে ধাবিত হওয়ার শক্তিকে উপকারী কাজে ব্যয় করা, আর নিবৃত্ত করার শক্তি দিয়ে ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজে সযত রাখা।

কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে এই সহজাত শক্তি দুটি সমানহারে থাকে না। ফলে দেখা যায়, কারও মধ্যে ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজে নিবৃত্ত রাখার শক্তির তুলনায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপকারী ও পুণ্যকর্মে অবিচল থাকার শক্তি বেশি থাকে। একারণে সে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তির মন্দপ্রবণতা ও অপরাধকর্ম থেকে নিজে সযত রাখতে পারে না।

অন্যদিকে কারও কারও মধ্যে আবার আল্লাহর আনুগত্যে নিরত থাকার শক্তির তুলনায় ক্ষতিকর ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্যশক্তি বেশি থাকে। ফলে সে আল্লাহর